Marks - 2 CC-3, Unit-2

(১) বৃদ্ধি বলতে কী বোঝ?

⇒ বৃদ্ধি হল মানুষের শারীরবৃত্তীয় ও কাঠামোগত পরিবর্তন, এই পরিবর্তন সহজে পরিমাপ করা সম্ভব এবং এটি সংখ্যামানে প্রকাশ করা যায়। বৃদ্ধি বলতে আমরা কেবলমাত্র শারীরিক পরিবর্তন অর্থাৎ আকার ও আয়তনের পরিবর্তন বুঝি, এটি একটি সাময়িক প্রক্রিয়া এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে বৃদ্ধি জনিত পরিবর্তন আর আসে না।

বৃদ্ধি হল বিকাশের অংশ যা কাঠামোগত এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি চলে।

(২) বিকাশ বলতে কী বোঝ?

⇒ বিকাশ হল এমন ধরনের পরিবর্তন যা জীবনের প্রথম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে এবং নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী হয়, যা নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা এবং যা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থায়ী।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি শিশু প্রথমে বসে তারপর হামাগুড়ি দেয়, তারপর দাঁড়ায় ও পরে হাঁটতে পারে। এই যে ক্রমের কথাটি বলা হল এটি পর্যায়ক্রম আসলেই বিকাশের লক্ষণ, মানুষের শারীরিক পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তন, প্রাক্ষোভিক পরিবর্তন এই সমস্তগুলি বিকাশের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) বৃদ্ধি ও বিকাশের দুটি পার্থক্য লেখ?

⇒

বৃদ্ধি	বিকাশ
(১) আকার ও আয়তনে বেড়ে যাওয়াকেই বৃদ্ধি বলে।	(১) আকার ও আয়তনে বৃদ্ধির সঙ্গে সক্রিয়তা এবং কার্য সম্পাদনে দক্ষতাও বিকাশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

② বৃদ্ধি হল কারণ।	② বিকাশ তার ফল।
③ বৃদ্ধি একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ঘটে।	③ বিকাশ আমৃত্যু ঘটে।
④ বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য	④ বিকাশ পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ।

④ প্রজ্ঞা কাকে বলে?

=> Cognation বা প্রজ্ঞা হল জানার বিভিন্ন প্রক্রিয়া (Process of Knowing). অর্থাৎ আমরা যে ভাবে জানতে পারি বা জানার চেষ্টা করি তাই হল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা হল চিন্তন, যুক্তিকরন, প্রত্যক্ষণ, স্মরণ, সমস্যা সমাধান ইত্যাদির সমন্বয়। অর্থাৎ আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরন করতে যে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া যুক্ত সেগুলিকে একত্রে প্রজ্ঞা বলে।

⑤ স্কিমা কী?

=> পিয়াজেঁ বলেন মানুষের চিন্তনের প্রাথমিক উপাদান দিয়ে চিন্তা করে তা হল স্কিমা। অর্থাৎ মানুষ স্কিমা করে। মানুষ যখন কোনো কোনো কিছুকে বোঝার চেষ্টা করে তখন সে তার স্কিমা দিয়ে বহির্বিশ্বের মুখোমুখি হয় সেই বহির্বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করে। যখন সে বহির্বিশ্বকে বুঝতে পারে তখন বুঝতে হবে বর্তমান স্কিমাতে তার ওই বহির্বিশ্ব সংক্রান্ত তথ্য বা ধারণা রয়েছে। ফলে স্কিমার কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যখন স্কিমা বহির্বিশ্বকে বুঝতে পারে না। তখন তার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়, সে ভারসাম্য ফিরে আসতে চায় এই ভারসাম্যে ফিরে আসার নীতিকে বলে ভারসাম্যের নীতি বা Equilibrium Principle. এই ভারসাম্যের নীতিকে পিয়াজেঁ Adaptation বা অভিযোজন বলে অভিহিত করেছেন।

Scanned with CamScanner

(6) আত্মীকরণ ও সহযোজন বলতে কী বোঝ?

Ans) **আত্মীকরণঃ** একটি শিশু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিভিন্ন পাখি দেখে পাখি সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরি হয়েছে, যা তার স্কিমাতে রয়েছে। একদিন সে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে একটি প্রজাতির (ধরে নেওয়া যাক ময়ূর) পাখি দেখল। এর ফলে তার পাখির ধারণা বৃদ্ধি পেল অর্থাৎ স্কিমা পরিবর্তন হল। এই ধরনের প্রক্রিয়াকে বলে আত্মীকরণ, যেখানে নতুন তথ্য পুরোনো স্কিমাকে প্রসারিত করে।

সহযোজনঃ- এই ধরনের প্রক্রিয়ায় মানুষের নতুন স্কিমা তৈরি হয় বা পুরানো স্কিমার পরিবর্তন হয়। যেমন কোনো একদিন একটি শিশু আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে একটি নতুন প্রাণী দেখে জিজ্ঞাসা করল এটি কী প্রাণী? অর্থাৎ তার ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে, সে চাইছে ভারসাম্য ফিরে আসতে এটি হল অভিযোজন। তাকে বলা হয় এটি বেবুন, সে বেবুনের ধারণা পেল অর্থাৎ তার স্কিমার পরিবর্তন হল এবং এই পরিবর্তন হল সহযোজন।

(7) ভারসাম্যের নীতি বলতে কী বোঝ?

Ans) মানুষ যখন কোনো উদ্দীপকের মুখোমুখি হয় তখন সে তার স্কিমা দিয়ে সেই উদ্দীপককে বোঝার চেষ্টা করে। যখন সে উদ্দীপককে বুঝতে পারে তখন বুঝতে হবে বর্তমান স্কিমাতে তার ওই উদ্দীপক সংক্রান্ত তথ্য বা ধারণা রয়েছে, ফলে স্কিমার কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যখন স্কিমা উদ্দীপককে বুঝতে পারে না তখন তার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয় এবং সে স্বাভাবিক ভাবে ভারসাম্য ফিরে আসতে চায়। এই ভারসাম্য ফিরে আসার নীতিকে ভারসাম্যের নীতি বলে।

Scanned with CamScanner

বস্তুর স্থায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা ঃ

বস্তুর স্থায়িত্ব সম্পর্কে শিশুর কোনো ধারণা থাকে না। কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে শিশুদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলে তারা মনে করে ঐ বস্তু বা ব্যক্তি আর নেই। এই বিষয়কে পিয়াজে বস্তুর স্থায়িত্ব সম্পর্কে চেতনার অভাব বলেছেন। এই স্তরে শিশুরা বস্তুর আকৃতি, আকার, বর্ণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। বুদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা নিয়মের সঙ্গে তাকে ব্যবহার করে, এই স্তরে শিশু নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হয়, তারা কার্যকারণ বুঝতে শেখে। কিন্তু এই স্তরে সময় ও দূরত্বের জ্ঞান হয় না।

একমুখী চিন্তন ঃ

এই বিষয়ে শিশুরা একই সঙ্গে দুটি দিক দিয়ে কোনো বিষয়কে ভাবতে বা চিন্তা করতে পারে না একে বলে একমুখী চিন্তন। নীচের ছবিতে এই চিন্তন ব্যাখ্যা করা হল —

চিত্র 1 এ দেখা যাচ্ছে A এবং B দুটি পাত্রে সমান পরিমাণ তরল রয়েছে। B-এর তরলটি C পাত্রে ঢালা হল (চিত্র 2)। এবার যদি এই স্তরের শিশুকে জিজ্ঞেস করা হয় কোন পাত্রে তরল বেশি, তখন সে বলবে যে A পাত্রে বেশি আছে। অর্থাৎ সে তরলের উচ্চতার কথাই শুধু ভাবছে। এই ধরনের চিন্তার সীমাবদ্ধতা হল একমুখী চিন্তন বা "Centration".

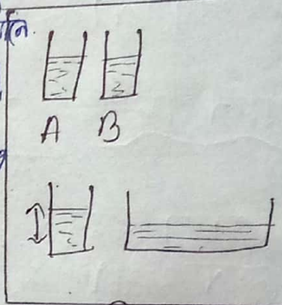

(10) এরিকসনের মনোসামাজিক বিকাশের স্তরগুলি লেখ?

উঃ) জার্মান মনোবিদ এরিক এরিকসন ফ্রয়েডের অনুগামী ছাত্র হিসাবে মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব ও পদ্ধতি শিক্ষাগ্রহণ করেন। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে শিশু মনোসমীক্ষক হিসাবে তিনি কাজ শুরু করেন। বহু শিশুর মনোসমীক্ষণ করার পর তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা থেকে তিনি নিজস্ব সামাজিক তত্ত্ব গড়ে তোলেন। তাঁর তত্ত্ব মনোসামাজিক তত্ত্ব হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। তিনি এই তত্ত্বকে আটটি স্তরে ভাগ করেন যথা —

(1) প্রারম্ভিক পর্যায় (0-5 বছর)

- → প্রথম স্তর / বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব (0-1 বছর)
- → দ্বিতীয় স্তর / স্বাধীনতা ও লজ্জার দ্বন্দ্ব (1-2 বছর)
- → তৃতীয় স্তর / উদ্যোগ ও অপরাধবোধের দ্বন্দ্ব (3-5/6 বছর)

Scanned with CamScanner

(২) প্রাক্ বয়ঃসন্ধি পর্যায় (৬–১১ বছর)
↓
চতুর্থ স্তর / উদ্যম ও হীনমন্যতার দ্বন্দ্ব

(3) বয়ঃসন্ধিক্ষণ পর্যায় (12–18)
↓
পঞ্চম স্তর / আত্মপরিচয় বনাম আত্মপরিচয় বিভ্রান্তি।

(4) পরবর্তী পর্যায় (18–65 বছর)
→ ষষ্ঠ স্তর / অন্তরঙ্গতা বনাম একাকিত্ব (18–35)
→ সপ্তম স্তর / অগ্রমুখীতা বনাম স্থবিরতা (35–65)
→ অষ্টম স্তর / সততা বনাম হতাশা (65+)

(11) নৈতিক দ্বন্দ্ব বলতে কী বোঝ?
→ কোহলবার্গ মনে করেন, শিশুরা ক্রমে তাদের মধ্যে ভালো মন্দ বিচার করতে শুরু করে, এই ভাবে ভালোমন্দ বিচার করতে গিয়ে তারা যখন নৈতিক দিক থেকে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, তখন তাকে নৈতিক দ্বন্দ্ব বলে।

(12) ZPD / Scaffolding / Private Speech / Inner Speech কাকে বলে?
→ ZPD :- ভাইগটস্কি প্রজ্ঞার বিকাশের জন্য চারটি স্তরের কথা বলেন। যথা —
ⓐ অন্তর্ভুক্তিকরণ
ⓑ ZPD
ⓒ Scaffolding
ⓓ Language and Thought

ZPD কথার পুরো নাম হল Zone of Protencial and Proximial Development. এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোনো সমস্যা নিজে নিজে সমাধান করতে পারে না কিন্তু অন্য ব্যক্তির সাহায্যে সে ওই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

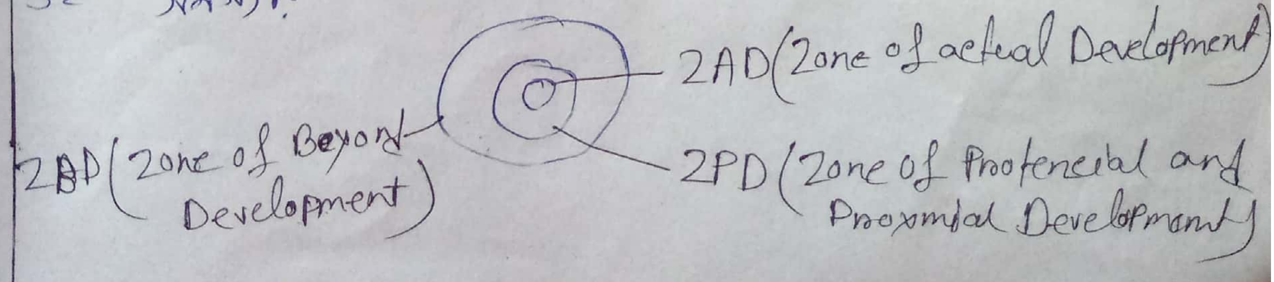

Scaffolding :- শিখন ও সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে যে প্রয়োজনীয় সাহায্যদান করা হয় সেই সাহায্যকে বলা হয় Scaffolding. এই সাহায্য বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেমন - প্রশ্নযুক্ত বর্ণীকরণ, সংকেত প্রদান, উৎসাহ প্রদান, সমস্যাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা ইত্যাদি. শিক্ষার্থী যখন নিজে নিজে কোনো কাজ করতে পারে না তখনই তার Scaffolding হয়, মূলত শিক্ষার্থীর ZPD অন্তর্ভুক্ত কাজ বা সমস্যার জন্য এই ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন. আর এই সাহায্যের জন্য দরকার শিক্ষক বা দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি শিক্ষার্থীর শিখনের বয়সের ভিত্তিতে এই সাহায্য দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন শিক্ষার্থী যখন নতুন কোনো দক্ষতা অর্জন করতে চেষ্টা করবে তখনই এই Scaffolding প্রয়োজন হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে এই সাহায্য কমিয়ে এক সময় বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন।

Private Speech :- ভাইগটস্কির মতে শিশুরা শুধুমাত্র সামাজিক যোগাযোগের জন্য ভাষা ব্যবহার করে তা নয়. তারা ভাষার মাধ্যমে আচরণ ও চিন্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে. শিশুরা নিজের কাজ বা আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজে নিজেই কথা বলে, এই কথোপকথনকে বলা হয় আত্মকথন বা Privet Speech, এই আত্মকথনের জন্য শিশু তার ভাবনাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে।

Inner Speech :- ভাষা ও চিন্তন প্রথমে পৃথক ও স্বাধীনভাবে হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে ওই দুই বিকাশ সম্মিলিতভাবে হয়, তাঁর মতে ব্যক্তি প্রথমে সমাজের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া করে তারপরে সে চিন্তন শুরু করে, 7 বছরের পরে শিশুরা কথনকে বাইরে প্রকাশ না করে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে তখন একে বলা হয় স্বকথন বা Inner Speech বা Internal speech.

(15) নৈতিক শিক্ষা কাকে বলে?

→ লরেন্স কোহলবার্গ মানব জীবনের শিক্ষা বলতে নৈতিক শিক্ষাকেই বুঝিয়েছেন, তাঁর মতে, ব্যক্তির মধ্যে যখন দুই ধরনের বিপরীতধর্মী বিশ্বাস আবির্ভূত হওয়ার ফলে বা ব্যক্তির বিশ্বাসের মধ্যে বাহ্য পরিবেশের অপঘাতের ফলে জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তখন সে স্বাধীনভাবে নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে, এর ফলে তার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে. এবং জ্ঞানমূলক স্তরে সাম্যাবস্থা ফিরে আসে. কোহলবার্গ এই ধরনের শিক্ষাকে নৈতিক শিক্ষা বলেছেন।

Scanned with CamScanner